নয়া জনপ্রশাসন
(New Public Administration)

ভূমিকা

গত শতকের ছয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে সাতের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এক দশক কাল সময়ে আমেরিকার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জনপ্রশাসনের নানা দিক নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান কাজ চলে এবং অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই ছিল না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছিল তার অবশ্যম্ভাবী ফল গিয়ে পড়েছিল সরকার এবং রাজনীতির ওপর। এই ফল সামগ্রিকভাবে প্রশাসনের ওপর পড়ে। সুতরাং জনপ্রশাসনকে পুরোনো অথবা পরম্পরাগত দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া বহুলাংশে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল, কারণ নতুন যুগ, চিন্তা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয় এবং সেইমতো সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু পরম্পরাগত জনপ্রশাসনের কাঠামোর মধ্যে তার কোনো সুযোগ না থাকায় নতুন প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসনকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার তাগিদ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণা কেন্দ্রসমূহ তীব্রভাবে অনুভব করে যার ফলশ্রুতি জনপ্রশাসনকে সময়োপযোগী করে তোলা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যগুলিকে আমলা, প্রশাসনবিদ ও নীতি প্রস্তুতকারকগণ প্রশাসন ও সমাজ উন্নয়নে প্রয়োগ করার ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠলেন এবং এর ফলে জনপ্রশাসন অনেক স্থলে নতুন চেহারা পরিগ্রহ করে বসল। জনপ্রশাসনবিদগণ নতুন নতুন ভাবনা ও বিদ্যাবিষয়ক ধারণাগুলিকে জনপ্রশাসনে প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখলেন যে জনপ্রশাসন আর অতীতের মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ বা লেজুড় হয়ে থাকল না,

Scanned by CamScanner

একটি স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন শাখায় পরিণত হয়ে বসল। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে জনপ্রশাসন একটি আলাদা বিষয়ের মর্যাদা কেবল পেল না, অনেকে এই জনপ্রশাসনের নামের আগে একটি ছোটো শব্দ যোগ করে দিলেন যা হল নয়া (new)। অর্থাৎ কেবল জনপ্রশাসন নয় নয়া জনপ্রশাসন।

পুরোনো বনাম নতুন জনপ্রশাসন (Old vs. New Public Administration)

জনপ্রশাসনের ছাত্রছাত্রীগণের নিকট এই বিষয়টি অজ্ঞাত নয় যে পরম্পরাগত জনপ্রশাসনের আলোচনা ও অনুসন্ধান প্রধানত দক্ষতা, কার্যকারিতা, বাজেট প্রস্তুত, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও তাকে বাস্তবায়িত করার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে সমস্ত পরিবর্তন নিয়ত ঘটে যাচ্ছে পরম্পরাগত জনপ্রশাসন সেগুলির ওপর আলোকপাত করা এবং তাদেরকে জনপ্রশাসনের উন্নতিকল্পে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। কেবল তাই নয় বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টন, অ্যালমন্ড প্রমুখেরা ব্যবস্থাজ্ঞাপক বিশ্লেষণ ও কাঠামো-কার্যগত পদ্ধতি প্রয়োগ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা এবং বিশ্লেষণে এক বিপ্লব আনেন। কিন্তু এই বিপ্লবের তাৎক্ষণিক প্রভাব জনপ্রশাসনের ওপর পড়েনি। অর্থাৎ জনপ্রশাসন নিজেকে সেই পুরোনো আমলের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে বন্দি করে রেখেছিল। গত শতকের ছয়ের দশক থেকে গবেষকগণ জনপ্রশাসনকে আধুনিক ও সমাজের প্রয়োজনমুখী করে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। এটিই হল নয়া জনপ্রশাসনের সূচনা পর্ব। হেনরি বলেছেন : the new public administration was very much aware of normative theory, philosophy and activism. The question it raised dealt with values, ethics, the development of the individual member in the organisation, the relationship of the client with bureaucracy and the broad problems of urbanism, technology and violence. If there was an overriding tone to the new public administration it was the moral tone. (হেনরি, পৃ. ৪৬)। নয়া জনপ্রশাসনের বিষয়বস্তুকে অতি সংক্ষেপে এইভাবে নিকোলাস হেনরি বর্ণনা করেছেন। পুরোনো ও নতুনের মধ্যে ফারাকটি তিনি সাফল্যের সঙ্গে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। নয়া জনপ্রশাসন যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তেমনি জাগিয়েছে মূল্যবোধকে।

নয়া জনপ্রশাসন : উদ্ভব ও বিকাশ

মিন্নোব্রুক সম্মেলন

অতীতকালের জনপ্রশাসন নতুন ভাবধারাকে স্বাগত জানাতে ব্যর্থ হওয়ায় জনপ্রশাসনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত এবং উৎসাহী ব্যক্তিগণ বিষয়টিকে সময়োপযোগী করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৮ সালে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যার নাম মিন্নোব্রুক সম্মেলন (Minnowbrook conference)। উপস্থিত সদস্যগণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধির ব্যাপক সম্প্রসারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য ধারার প্রভাব এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর একটি উন্মুক্ত ভাবধারার প্রভাব কেবল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খোল এবং নলচে বদলে দেয়নি, সামগ্রিক প্রভাব গিয়ে পড়ে জনপ্রশাসনের ওপর এবং তাকে নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৬৮ সালে মিন্নোব্রুক সম্মেলন বসেছিল। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জনপ্রশাসনের তরুণ অধ্যাপক, গবেষক এবং উৎসাহী ব্যক্তিরা। ১৯৭১ সালে তাঁরা আলোচনার ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন এবং সেই প্রতিবেদনে New Public Administration কথাটি নাকি প্রথম ব্যবহৃত হয়। (অবশ্য কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে মিন্নোব্রুক সম্মেলনের আগে কথাটি প্রচলিত ছিল।) ১৯৬৮ সালের মিন্নোব্রুক সম্মেলন যে বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল তা হল বিশ শতকের ছয়ের দশকের শুরু থেকে নতুন গবেষক ও অধ্যাপকগণ (এদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রশাসনবিদগণ) অতীতের ভাবধারা সম্পূর্ণরূপে (এবং কোনো কোনো স্থলে) বর্জন করে জনপ্রশাসনের মধ্যে নতুন ভাবনা এবং চিন্তার আমদানি ঘটাবার সক্রিয় উদ্যোগ নিলেন। সেই কারণে মিন্নোব্রুক সম্মেলনকে তরুণদের সম্মেলন নামে আখ্যায়িত করা হয়। অনেকে এমন কথাও বলেন যে মিন্নোব্রুক সম্মেলন জনপ্রশাসনের জন্য নতুন দিগন্ত রচনা করেছিল।

মিন্নোব্রুক সম্মেলনের প্রস্তাব/সিদ্ধান্ত

মিন্নোব্রুক সম্মেলনে উপস্থিত জনপ্রশাসনবিদ ও তরুণ গবেষকগণ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেগুলিকে সংক্ষেপে নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে :

Scanned by CamScanner

১. জনপ্রশাসনের উচিত নীতিবাচক দিকগুলির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া। অর্থাৎ যা ঘটছে তাকেই চূড়ান্ত বলে স্বীকার না করে নিয়ে যা ঘটা উচিত তার ওপর গুরুত্ব আরোপ বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ নীতিবাচক (normative) দিকটিকে জনপ্রশাসনের একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করে তুলতে চাইলেন যা পরম্পরাগত জনপ্রশাসনে ছিল না। জনপ্রশাসন পরিচালনাকালে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, উন্নতমানের ভাবনা ইত্যাদিকে গুরুত্বসহকারে বিচার করা প্রয়োজন।

২. জনপ্রশাসনকে যদি নীতিবাচকতা, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে বিচার করতে হয় তাহলে জনপ্রশাসনে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে এবং জনপ্রশাসনবিদগণকেও দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপদ্ধতি বদলে ফেলতেই হবে। অতীতের ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরে রাখলে চলবে না। প্রশাসন চালাতে গেলে প্রশাসনবিদগণকে অবশ্যই নৈতিকতা, মূল্যবোধ প্রভৃতির প্রতি পুরোপুরি দায়বদ্ধ থাকতে হবে। কারণ জনপ্রশাসনের কাজ হল সমাজের কল্যাণসাধন করা ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা।

৩. কেবল নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নয়া জনপ্রশাসন দায়িত্বে পরিসমাপ্তি ঘটায়নি। সমাজে যে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটছে তাদের সমাধানে প্রশাসকদের এগিয়ে আসতে হবে।

৪. মিন্নোব্রুক সম্মেলন নয়া জনপ্রশাসন সম্পর্কে আরও বলে যে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ জনপ্রশাসনকে নিতে হবে। সমাজে যারা অবহেলিত ও পর্যাপ্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারা যেন প্রশাসনের কাছ থেকে ন্যায্য পাওনা পায়।

৫. প্রশাসক ও জনসাধারণের মধ্যে অতীতে যে প্রাচীর ছিল তার অপসারণ ঘটিয়ে নতুন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে। অর্থাৎ প্রশাসক সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন।

জনপ্রশাসনের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সংক্রান্ত সম্মেলন

সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছিল সেগুলির প্রতি উদাসীনতা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও প্রশাসনবিদগণ দেখাতে চাননি এবং এগুলিকে সামনে রেখে জনপ্রশাসনের নতুন নীতি ও কাঠামো তৈরি করা যে প্রয়োজন তা তাঁরা সম্যকরূপে অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পোলিটিক্যাল অ্যান্ড স্যোসাল সায়েন্স এক সম্মেলন করে যার লক্ষ্য ছিল জনপ্রশাসনের প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিকদিকগুলি নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করা। তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকগুলির মধ্যে ছিল জনপ্রশাসনের পরিধি (scope), উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি। আমেরিকার অনেক শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁদের মন্তব্য ও সুচিন্তিত মতামত জনপ্রশাসনের বিষয়বস্তুকে খুবই সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিল যা অতীতের ধারণাকে পালটে ফেলতে সাহায্য করেছিল এবং এই সম্মেলন নয়া জনপ্রশাসনের আত্মপ্রকাশে বিশেষ সাহায্য করেছিল। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে জনপ্রশাসন সমাজবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা এবং প্রশাসনকে যুগোপযোগী করে তুলতে না পারলে এর মৌলিক লক্ষ্য (সমাজের সার্বিক বিকাশসাধন করা) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এই সম্মেলন যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তা অতীতের জনপ্রশাসনের কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং মূলত সেই কারণে একে নতুন জনপ্রশাসন নাম দেওয়া হয়। সত্যিকারের জনপ্রশাসন হল একটি বিদ্যাবিষয়ক বিষয় (academic subject) এবং এর নীতিগুলিকে বাস্তবে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। মৌল নীতিগুলির প্রয়োগ না হলে জনপ্রশাসন অর্থহীন বিষয়ে পরিণত হবে। সম্মেলন সেটির ওপর বিশেষ আলোকপাত করে। এইভাবে নতুন জনপ্রশাসনের আরেকটি দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল।

আলোচ্য বিষয়

তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সম্মেলন কোনো ঐকমত্যে উপস্থিত হতে না পারলেও কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিল।

১. জনপ্রশাসন হল একটি নীতিবাচক ও বর্ণনামূলক বিষয়। নীতিবাচক দিকটি উপেক্ষা করা চলে না।

২. জনপ্রশাসন নানা ব্যাপারে ও ক্ষেত্রে এত বেশি বিকশিত হয়েছে যে একে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ বলা চলে না।

Scanned by CamScanner

৩. সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ মনে করলেন যে এখানে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের ওপর সোপানতান্ত্রিকতা বা পিরামিড তুল্য কাঠামো চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। সমস্ত কর্মচারীকে সহকর্মী বলে গণ্য করতে হবে।

৪. জনপ্রশাসনের উদ্দেশ্য ও পরিধিকে সুস্পষ্টভাবে স্থির করার ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা আছে। অথবা বলা যেতে পারে জনপ্রশাসনের লক্ষ্য সহজে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ সমাজ অত্যন্ত গতিশীল এবং সেক্ষেত্রে জনপ্রশাসন এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

৫. রাজনীতি ও প্রশাসনের মধ্যে যে দ্বিবিভাজনের কথা বলা হয় তা বাস্তবে অর্থহীন। অর্থাৎ রাজনীতি ও জনপ্রশাসন হাত ধরে কাজ করে থাকে।

৬. জনপ্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে গেলে প্রশাসকগণের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন এবং তার জন্য আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার।

৭. অংশগ্রহণকারীগণ একটি বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। জনপ্রশাসনের পক্ষে সমাজবিজ্ঞানের সমস্ত নীতি ও পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োজন করা অসম্ভব। তা ছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞানে যে সমস্ত আলোচনা পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে ও সাফল্য দেখিয়েছে জনপ্রশাসনে সেগুলিকে প্রয়োগ করার তেমন কোনো অবকাশ নেই।

৮. জনপ্রশাসনকে পুরোপুরি বিজ্ঞান করে তোলার কোনো অবকাশ নেই। কারণ এটি একটি নীতিবাচক বিজ্ঞান। নীতিবাচক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নীতি প্রয়োগ করলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়ন বিজ্ঞানের মতো জনপ্রশাসন একটি বিজ্ঞান নয়। এটি সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা মাত্র।

গণতন্ত্রের অগ্রগতি ও নয়া জনপ্রশাসন

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বা দলীয় সরকার স্থাপিত হওয়ার পরে অতীতকালের জনপ্রশাসনের কাঠামো/চেহারা অনেকখানি বদলে গেছে। নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অথবা জনমতের চাপে পড়ে সরকার অনেক সময় বাধ্য হয় অবাস্তব প্রস্তাব গ্রহণ করতে। সরকার যে প্রস্তাব গ্রহণ করুক না কেন জনপ্রশাসনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মুখ্য দায়িত্ব হল সেগুলিকে কার্যকর করে তোলা। অতীতে গণতন্ত্রের এমন অগ্রগমন বা ব্যাপকতা ছিল না এবং তদুপরি সরকারের ওপর জনগণের চাপের তীব্রতা ছিল অনুপস্থিত যে কারণে জনপ্রশাসকদের ওপর চাপ তেমন প্রবল আকার গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু আজকাল সরকারকে জনপ্রিয় প্রস্তাব/সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে হয় এবং অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সেগুলি কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করেন মন্ত্রীরা এবং যেহেতু তাঁরা সংসদ/আইনসভা ও জনগণের নিকট দায়বদ্ধ সে কারণে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত/নীতি জনপ্রশাসন বাস্তবে কার্যকর করে তুলতে বাধ্য এবং তা করতে গিয়ে কোনো কোনো সময় জনপ্রশাসনকে হিমসিম খেতে হয়। কিন্তু সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা জনপ্রশাসনের এক্তিয়ারে পড়ে না। ফলে নয়া জনপ্রশাসনকে এ দিকটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সামলাতে হয়। আমরা বলতে পারি নতুন জনপ্রশাসনের এটি একটি বাড়তি দায়িত্ব যা অতীতের জনপ্রশাসনকে সচরাচর পালন করতে হয়নি। আজকের দিনের জনপ্রশাসন কেবল বাড়তি দায়িত্ব পালন করছে না, ব্যর্থতার জন্য কৈফিয়তও দিতে হচ্ছে কারণ মন্ত্রিত্বের গদিতে যারা আসীন তাঁরা ভোটারদের নিকট দায়বদ্ধ। অনেক জনপ্রশাসনবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন যে নতুন জনপ্রশাসনের এটি একটি জটিল দিক। বিশেষ করে ভারতের জনপ্রশাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এ দিকটির ওপর আলোকপাতের আগ্রহ দেখিয়েছেন।

নয়া জনপ্রশাসনের স্বতন্ত্রতা

নয়া জনপ্রশাসনের অগ্রগতিতে আরেকটি পালক সংযোজিত হল ১৯৭০ সালে। ওই বছর National Association of Schools of Public Affairs and Administration নামে একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল। আমেরিকায় যে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জনপ্রশাসনের কর্মসূচি নিয়ে গবেষণা করে ও নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে থাকে তাদেরকে নিয়ে এই সমিতি গঠিত হয়েছিল। সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জনপ্রশাসনকে কীভাবে আরও প্রয়োজনমুখী ও আধুনিক করে তোলা যায় সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো এবং অংশগ্রহণকারীগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে জনপ্রশাসনকে যদি সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে বিশেষ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে আলাদা করে ফেলা যায় তাহলে এর মধ্যে নতুনত্বের আবির্ভাব ঘটবে। এই কারণে উপরিউক্ত সমিতি ১৯৭০ সালে ঘোষণা করল যে : public administration could properly call itself and increasingly be recognised

Scanned by CamScanner

as a separate and self aware field of study. (নিকোসাল হেনরি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৮)। ১৯৭৩ সাল থেকে জনপ্রশাসনের যাত্রা শুরু হয়। এটি একলা চলোরে নীতি অনুসরণ করে এবং অল্পকাল পরে জনপ্রশাসন একটি স্বতন্ত্র শাখায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় (হেনরি, পৃ. ৪৮), সেই ধারা আজও চলছে। ১৯৭৩ সালের আগে সমাজবিজ্ঞানের নানা শাখা জনপ্রশাসন সম্বন্ধে নানা নীতি গ্রহণে উদ্যোগ দেখাত, কিন্তু পরে সেই উদ্যোগে ভাটার টান পড়ে। বিশ শতকের আটের ও নয়ের দশকে দেখা গেল যে জনপ্রশাসন সমাজবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র ধারায় পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বের অধিকাংশ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে জনপ্রশাসন একটি আলাদা বিষয় হিসেবে স্থান লাভ করেছে। নয়া জনপ্রশাসনের এটি একটি উজ্জ্বলতর দিক। এই মর্যাদা পরম্পরাগত জনপ্রশাসন পায়নি।

মূল্যায়ন

নয়া জনপ্রশাসন সম্পর্কে আমরা যতই আশাবাদী হই না কেন এর স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে আমরা আজ পর্যন্ত খুব বেশি আশাবাদী হতে পারিনি এবং নয়া জনপ্রশাসন পরম্পরাগত জনপ্রশাসন থেকে একশো ভাগ স্বতন্ত্র এমন দাবি করা মনে হয় পুরোমাত্রায় অসংগত। এখানে আমরা কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করব :

১. রাজনীতি ও জনপ্রশাসনের মধ্যে যতই দ্বিবিভাজনের রেখা টানা হোক না কেন দ্বিবিভাজন কখনও সম্ভব নয়। জনপ্রশাসনবিদগণকে মন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী চলতেই হবে কারণ তাঁরা জনগণ ও আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ। জনপ্রশাসনে নিযুক্ত আধিকারিক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি মন্ত্রীকে এড়িয়ে স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

২. জনপ্রশাসনের পুরো কাঠামোটাই রাজনীতির আওতায় পড়ে। মন্ত্রী/সরকার স্থির করেন জনপ্রশাসনের চেহারা, কাজকর্ম ইত্যাদি কেমন হবে। উচ্চপদস্থ আমলার পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি নানা বিষয় স্থির করেন মন্ত্রীরা। ফলে আমলারা সরকারের নিকট স্বাভাবিক কারণে দ্বায়বদ্ধ থাকেন। এই পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কেউ দিতে পারেনি।

৩. নয়া জনপ্রশাসনের 'নয়া' কথাটিকে নিয়ে কেউ কেউ তীব্র আপত্তি তোলেন। আমরা কেউ বলি না যে নয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা নয়া সমাজতত্ত্ব বস্তুগত পরিস্থিতি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটলে তার প্রভাব গিয়ে পড়বে সরকার ও জনপ্রশাসনের ওপর। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য বিধান করে সরকারকে নীতি স্থির করতে হবে। আর জনপ্রশাসন এই সাধারণ নিয়মের অধীন।

৪. নয়া জনপ্রশাসন সম্বন্ধে একটি কথা বলা চলে যে এর মধ্যে নীতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির আগমন ঘটেছে যা অতীতে ছিল না। বিশ শতকের সাতের দশকের পর থেকে একাধিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শুরু করেছেন। রলস ও নোজিক প্রমুখ এঁদের অন্যতম। তাঁরা মনে করেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং জনপ্রশাসনকে নীতিবাচকতার বাইরে রাখা যায় না। এর অন্যতম কারণ হল জনপ্রশাসনের গুণগত মান বিচার করার অধিকার জনগণের আছে এবং গণতন্ত্রে জনগণ এ অধিকার প্রয়োগ করে যার ফলে জনপ্রশাসন একটি নীতিবাচক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

তুলনামূলক জনপ্রশাসন

(Comparative Public Administration)

Scanned by CamScanner